এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ১০, সাপ্তাহিক ০৭ জুন ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 07 June. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 10, Rs. 2

ইতিবাচক শক্তির প্রসারে সাংবাদিকদের ভূমিকার ওপর জোর রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সমাজে শুভ ও ইতিবাচক শক্তির বিকাশ ঘটাতে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরে সাংবাদিকদের দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার আহ্বান জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আর এন রবি। তাঁর মতে, সমাজে যদি ক্রমাগত নেতিবাচকতা ও অশুভ শক্তির প্রচার-প্রসার ঘটে, তাহলে সেই শক্তিগুলিই আরও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, ভালো কাজ, ইতিবাচক উদ্যোগ এবং সৎ মানুষের কর্মকাণ্ডকে বেশি করে তুলে ধরা হলে সমাজে শুভ শক্তির বিস্তার ঘটে এবং তা মানুষের মধ্যে আশাবাদ ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে।

রবিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চ-এ আয়োজিত নারদ জয়ন্তী উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মাননা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখ তে গিয়ে রাজ্যপাল এই মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র।

রাজ্যপাল বলেন, সংবাদমাধ্যম কেবল তথ্য পরিবেশনের মাধ্যম নয়, সমাজ গঠনেরও একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। তাই সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে দেশের সার্বিক কল্যাণ, সামাজিক মূল্যবোধ এবং ইতিবাচক চিন্তাধারাকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা প্রয়োজন। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, সমাজে শুভ শক্তির বিকাশ ও জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দায়িত্ব পালন করলে তা দেশ ও সমাজের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন দিকও আলোচিত হয়। রাজ্যপালের বক্তব্যে সমাজে ইতিবাচক চিন্তা ও গঠনমূলক সংবাদ পরিবেশনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উঠে আসে।

জাতীয় কুডো প্রতিযোগিতায় সাফল্য, শিলিগুড়িতে পদকজয়ীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ গত ১৬ থেকে ২২ মে মহারাষ্ট্রের পুনেতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কুডো চ্যাম্পিয়নশিপে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিযোগীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। প্রতিযোগিতায় রাজ্যের মোট ৩১ জন কুডো খেলোয়াড় অংশ নেয়। তাঁদের মধ্যে সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ মিলিয়ে মোট ১২টি পদক আসে বাংলার ঝুলিতে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গ তথা শিলিগুড়ি অঞ্চলের খেলোয়াড়রাই জিতে নিয়েছে ৮টি পদক, আর দক্ষিণবঙ্গের প্রতিযোগীদের ঝুলিতে এসেছে ৪টি পদক।

প্রতিযোগিতায় একমাত্র স্বর্ণপদক জয় করেছে ঈষা মণ্ডল। এছাড়া উত্তরবঙ্গের পদকজয়ীদের মধ্যে রয়েছে ডলি সাহা (রৌপ্য), আরুশি প্রামাণিক (রৌপ্য), তবস্মিতা দত্ত (রৌপ্য), আরোশি চক্রবর্তী (ব্রোঞ্জ), স্যামন্তক সরকার (ব্রোঞ্জ), মৈনাক বর্মন (ব্রোঞ্জ), সুইটি মিন্জ (ব্রোঞ্জ) এবং আবির দাস (ব্রোঞ্জ)।

পুনের জাতীয় প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনকারী উত্তরবঙ্গের এই কুডো খেলোয়াড়দের সম্মান জানাতে রবিবার শিলিগুড়ির ভারতনগর পাইপলাইন এলাকায় কুডো প্রশিক্ষক সেনসি সহদেব বর্মনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম, ঘোষপুকুর মাদাতি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ঋষিকেশ জওহর, চলচ্চিত্র পরিচালক রত্নজিৎ রায়, উত্তম নাথসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম বলেন, তাঁদের বিদ্যালয় রাজ্যের মধ্যে প্রথম যেখানে কুডো প্রশিক্ষণকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আত্মরক্ষার কৌশল আয়ত্ত করার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় স্তরেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। এই সাফল্যের পিছনে সেনসি সহদেব বর্মনের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সেনসি সহদেব বর্মন জানান, জাতীয় প্রতিযোগিতার সাফল্যের পর এবার তাঁদের লক্ষ্য আন্তর্জাতিক মঞ্চ। আগামী নভেম্বর মাসে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিতব্য অক্ষয় কুমার কুডো ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ-এ অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি শীঘ্রই শুরু হবে।

উত্তরবঙ্গের কুডো খেলোয়াড়দের এই ধারাবাহিক সাফল্য আগামী দিনে আরও বড় মঞ্চে জেলার নাম উজ্জ্বল করবে বলেই আশাবাদী ক্রীড়ামহল।

খাদ্যাভ্যাস ও জীবনশৈলীর পরিবর্তনেই বাড়ছে ডায়াবেটিস-স্থূলতা, সতর্ক করলেন পুষ্টি বিশারদ ডাঃ জয়শ্রী জানা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বর্তমান সময়ে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ফ্যাটি লিভার, থাইরয়েডের সমস্যা ও স্থূলতার মতো রোগের প্রকোপ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সুস্থ জীবনযাপন ও সঠিক খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব নিয়ে খবরের ঘন্টা-র পক্ষ থেকে কথা বলা হয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ও পুষ্টি বিশারদ ডাঃ জয়শ্রী জানার সঙ্গে। শিলিগুড়ি জংশনের বিশ্বদীপ সিনেমা হলের বিপরীতে উত্তরাপন মার্কেট কমপ্লেক্স চত্বরে তাঁর চেম্বার অবস্থিত।

ডাঃ শ্রীমতী জানা বলেন, বর্তমানে মানুষের ব্যস্ত জীবনযাত্রার কারণে নিয়মিত ও সুষম খাদ্যগ্রহণ, পর্যাপ্ত ঘুম এবং শরীরচর্চার ক্ষেত্রে অনিয়ম দেখা দিচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে স্বাস্থ্যের উপর। তিনি জানান, অনেকেই খাদ্যের পিছনে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করলেও পিৎজা, বার্গারসহ বিভিন্ন জাঙ্ক ফুড বেশি খাচ্ছেন। অন্যদিকে ফল, শাকসবজি, বাদাম ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের প্রবণতা কমছে। এর ফলেই ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ফ্যাটি লিভার, থাইরয়েডজনিত সমস্যা ও স্থূলতার মতো রোগ বাড়ছে। তাঁর মতে, এসব সমস্যার পিছনে প্রধানত দায়ী অস্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে অনেক মানুষ সামাজিক মাধ্যম, ইউটিউব বা ইন্টারনেটে দেখা বিভিন্ন ডায়েট অনুসরণ করছেন। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের শরীরের চাহিদা, স্বাস্থ্যগত অবস্থা ও জীবনযাত্রা আলাদা। তাই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া ডায়েট নিয়ন্ত্রণ করা কখনওই সমীচীন নয়। ভুল ডায়েটের ফলে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি, দুর্বলতা, হরমোনজনিত সমস্যা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

ডাঃ শ্রীমতী জানার পরামর্শ, সুস্থ থাকতে হলে নিয়মিত ও সুষম খাদ্য গ্রহণ, পর্যাপ্ত ঘুম, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ এবং বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্যতালিকা তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। তাহলেই অনেক জীবনশৈলীজনিত রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

দুর্নীতিমুক্ত বাংলার প্রত্যাশা

একসময় পশ্চিমবঙ্গ ছিল চিন্তা, চেতনা ও নবজাগরণের পথপ্রদর্শক। এই মাটিতেই জন্ম নিয়েছেন অসংখ্য মনীষী, যাঁদের আদর্শ ও কর্ম সারা ভারত তথা বিশ্বকে নতুন দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং মানবিক মূল্যবোধে বাংলার অবদান আজও অনস্বীকার্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের পরিচয়ের সঙ্গে বারবার জড়িয়ে যাচ্ছে দুর্নীতির অভিযোগ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম ও স্বজনপোষণের খবর সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসকে আঘাত করেছে। অনেক সৎ ও যোগ্য মানুষ আজ যেন আড়ালে চলে গিয়েছেন, আর অসাধুদের কর্মকাণ্ডই বেশি করে সামনে আসছে।

তবে আশার কথা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে এখন বিভিন্ন স্তরে পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। আইন তার নিজস্ব পথে চলুক, দোষীরা শাস্তি পাক এবং সৎ মানুষের মর্যাদা ফিরে আসুক; এটাই রাজ্যের মানুষের প্রত্যাশা।

আমরা বিশ্বাস করি, পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত শক্তি তার সততা, মেধা ও মানবিকতায়। দুর্নীতির অন্ধকার দূর করে যদি সেই মূল্যবোধকে আবার সামনে আনা যায়, তবে বাংলাই আবার ভারতকে পথ দেখাবে, বিশ্বমঞ্চে নেতৃত্বের আসনেও নিজের গৌরবময় স্থান ফিরে পাবে।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

দেবর্ষি নারদ জয়ন্তীতে সাংবাদিকদের সম্মাননা, দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশনের বার্তা রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র উত্তরবঙ্গের উদ্যোগে রবিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল দেবর্ষি নারদ জয়ন্তী। সাংবাদিকতার নৈতিকতা, সমাজে গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং তথ্য পরিবেশনের গুরুত্বকে সামনে রেখেই আয়োজিত হয় এই বিশেষ অনুষ্ঠান। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বহু সাংবাদিক ও বিশিষ্টজন এতে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সাংবাদিকদের সম্মাননা প্রদান। সংবাদ জগতের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থেকে সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জনসমক্ষে তুলে ধরার ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে কয়েকজন প্রবীণ সাংবাদিককে 'দেবর্ষি নারদ সার্থক জীবন সম্মান ২০২৬' প্রদান করা হয়। আয়োজকদের বক্তব্য, জনস্বার্থে নিরলসভাবে কাজ করে চলা সংবাদকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

এদিন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আর. এন. রবি। তিনি তাঁর বক্তব্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংবাদমাধ্যমের অপরিহার্য ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে সত্যনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সমাজের বাস্তু স্তব চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরার আহ্বান জানান।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে দেবর্ষি নারদকে বিশ্বের প্রথম সংবাদবাহক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে, তথ্যকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার যে ঐতিহ্য নারদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আধুনিক সাংবাদিকতার মধ্যেও তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সেই আদর্শকে স্মরণ করেই সাংবাদিক সমাজকে সম্মান জানানোর এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সম্মানপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পাশাপাশি উপস্থিত সংবাদকর্মীদের মধ্যেও উৎসাহ ও উদ্দীপনার আবহ তৈরি হয়। সামগ্রিকভাবে দেবর্ষি নারদ জয়ন্তীর এই আয়োজন উত্তরবঙ্গের সাংবাদিক মহলে বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে।

তবে অনুষ্ঠান শেষে দীনবন্ধু মঞ্চ চত্বরে দাঁড়িয়ে কয়েকজন সাংবাদিককে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে শোনা যায় যে, নির্বাচনের আগে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের দল ক্ষমতায় এলে প্রবীণ সাংবাদিকদের জন্য মাসিক পাঁচ হাজার টাকা ভাতা চালু করা হবে। পাশাপাশি সাংবাদিকদের স্বার্থে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পও গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। উপস্থিত সাংবাদিকদের একাংশের মতে, এখন যেহেতু বিজেপি সরকার গঠন করেছে, তাই সাংবাদিকদের জন্য প্রতিশ্রুত কল্যাণমূলক প্রকল্প এবং মাসিক ভাতা অবিলম্বে চালু করা উচিত। তাঁদের বক্তব্য, সাংবাদিকদের সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই দেবর্ষি নারদ জয়ন্তী উদযাপনের প্রকৃত তাৎপর্য আরও বেশি করে প্রতিফলিত হবে

পড়াশোনার পাশাপাশি প্রতিভার স্বীকৃতি, মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য ৭৫ হাজার টাকার স্কলারশিপ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শুধু পরীক্ষার ফল নয়, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, সংস্কৃতি, নেতৃত্ব, পাবলিক স্পিকিং ও অন্যান্য সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে দক্ষতা প্রদর্শনকারী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি সিটিজেন্স তরঙ্গ এবং নেক্সিস স্কুল অফ বিজনেস । যৌথভাবে আগামী ১২ জুন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তউড়ান স্টুডেন্ট এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬।

শিলিগুড়ির চেকপোস্টে অবস্থিত নেক্সিস স্কুল অফ বিজনেস প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হবে। বিশেষ করে সেইসব শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যারা শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের পাশাপাশি খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং অন্যান্য সৃজনশীল ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে।

আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মনোনীত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সম্মাননা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি স্বাধীন জুরি বোর্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত দুইজন অসাধারণ শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষার জন্য ৭৫ হাজার টাকা করে স্কলারশিপ দেওয়া হবে। এই বৃত্তির অর্থ প্রদান করছেন সমাজসেবী শ্রীমতী সুলোচনা মানসি জাজোদিয়া এবং প্রদীপ সিংঘল।

আয়োজকদের মতে, বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক শিক্ষার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে ছাত্রছাত্রীদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ, যাতে তরুণ প্রজন্ম নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় এবং সমাজের সামনে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

এই আয়োজন উত্তরবঙ্গের প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক নতুন প্রেরণা হয়ে উঠবে বলেই মনে করছেন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মহলের বিশিষ্টজনেরা।

সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাত্রা শুরু, শিলিগুড়িতে উৎসাহের ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রাজ্যের নবগঠিত সরকারের ঘোষণার পর সোমবার থেকে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াত পরিষেবা কার্যকর হয়েছে। পরিষেবা চালুর প্রথম দিনেই শিলিগুড়িতে দেখা গেল ব্যাপক সাড়া। সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার (এনবিএসটিসি) বিভিন্ন বাসে মহিলা যাত্রীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী বৈধ পরিচয়পত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে মহিলারা এদিন কোনও ভাড়া ছাড়াই বাসে যাত্রা করেন। নতুন এই সুবিধা চালু হওয়ায় কর্মজীবী, শিক্ষার্থী ও নিত্যযাত্রী মহিলাদের মধ্যে উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

দিনের বিভিন্ন সময়ে পরিষেবার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে এনবিএসটিসি ডিপো পরিদর্শনে যান ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজী শামসুউদ্দিন আহমেদ এবং শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক। তাঁরা বাস পরিষেবা ও যাত্রীসুবিধার বিষয়টি খতিয়ে দেখেন এবং মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের মতামত ও অভিজ্ঞতা শোনেন।

এদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাত্রী মহিলাদের হাতে চকলেট তুলে দেওয়া হয়, যা উপস্থিতদের মধ্যে বাড়তি আনন্দের আবহ সৃষ্টি করে। নতুন পরিষেবার সূচনাকে ঘিরে ডিপো ও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় উৎসবের আমেজও লক্ষ্য করা যায়।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজী শামসুউদ্দিন আহমেদ বলেন, তত্রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে বিপুল সংখ্যক মহিলা উপকৃত হবেন। পাশাপাশি শহরের যানবাহন ব্যবস্থা আরও সুসংহত ও গতিশীল করতে পুলিশ প্রশাসন ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।দ

রাজ্যের এই নতুন প্রকল্পকে সাধারণ মানুষ ইতিবাচকভাবেই গ্রহণ করেছেন। বিশেষত কর্মসূত্রে প্রতিদিন যাতায়াতকারী মহিলাদের মতে, বিনামূল্যে বাস পরিষেবা তাঁদের আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি যাতায়াতকে আরও সহজ ও স্বস্তিদায়ক করে তুলবে। ফলে প্রথম দিন থেকেই এই উদ্যোগকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও উচ্ছ্বাসের ছবি ধরা পড়েছে।

দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার স্বপ্ন, গুলমায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উৎসাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পিছিয়ে থাকা কিশোরী ও মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে গুলমা চা-বাগানের নিচেবাসা গ্রামে চলছে একটি দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এই উদ্যোগের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন আধুনিক নকশা ও কাজের কৌশল শেখানো হচ্ছে, যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে নিজেদের কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের দায়িত্বে থাকা প্রশিক্ষিকা কনিকা ঘোষ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে তাঁদের দক্ষ করে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। সমাজের প্রান্তিক স্তরের মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত এই কর্মসূচির আয়োজন করেছে মরীচিকা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এক বছরের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ইতিমধ্যে চার মাস সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণ পর্ব সফলভাবে শেষ হলে অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র প্রদান করা হবে, যা তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত ৩০ জন কিশোরী ও মহিলা এই প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন। কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংগঠনের সদস্যরা নিয়মিতভাবে উপস্থিত থেকে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছেন।

এই উদ্যোগকে ঘিরে যথেষ্ট আশাবাদী ও উৎসাহিত সংগঠনের সদস্য সোমনাথ চ্যাটার্জী, অন্তরা পারুই, রনিতা শীল, অঙ্কুর সাহা, রাজ গাঙ্গুলি-সহ অন্যান্য সদস্যরা। তাঁদের আশা, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছায় এই উদ্যোগ আগামী দিনে আরও বিস্তৃত হবে এবং আরও বেশি সংখ্যক সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

দশে মিলে করি কাজ, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এগিয়ে যাক; এই আদর্শকে সামনে রেখে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে এই প্রশংসনীয় সামাজিক উদ্যোগ।

১২৮তম নজরুল জয়ন্তী উদযাপিত শিলিগুড়িতে, সাহিত্য-সংস্কৃতির আসরে নজরুল স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি জংশন এলাকার হিমাচল কলোনীর শ্রমিক ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহের মধ্য দিয়ে পালিত হল ১২৮তম নজরুল জয়ন্তী। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ধূমকেতু'-র উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার থেকে আগত ধূমকেতুর অধিকর্তা মানস চক্রবর্তী এবং চেয়ারপারসেন সৌমা দাসগুপ্ত। অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শিলিগুড়ি শাখার আহ্বায়ক অর্চনা মিত্র। এদিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আসাম থেকে উপস্থিত ছিলেন বহুভাষিক কবি রাজু মনি সইকিয়া। এছাড়াও অনুষ্ঠানে যোগ দেন লেখক নীললতন কাঞ্জিলাল, সজল গুহ, সর্বাশিষ পাল এবং ধূমকেতুর অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন চৈতালি বাগচি। সাংস্কৃতিক পর্বকে সমৃদ্ধ করেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী বুলবুল বোস, ডঃ সুতপা দত্তসহ আরও অনেক শিল্পী ও সংস্কৃতিপ্রেমী।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সোমা চ্যাটার্জি ও মানস চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে কবি অলোক চক্রবর্তীও উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের অসামান্য অবদান, মানবতাবাদী চেতনা এবং সাম্যবাদের বার্তা তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, নজরুলের সাহিত্য ও সংগীত আজও সমাজকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

অনুষ্ঠানের শেষে ধূমকেতু শিলিগুড়ি শাখার আহ্বায়ক অর্চনা মিত্র ধূমকেতুর সদস্য, অতিথি, শিল্পী ও উপস্থিত সকল শ্রোতাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁর ধন্যবাদজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে বর্ণাঢ্য এই নজরুল জয়ন্তী উদযাপনের সমাপ্তি ঘটে।

অন্নপূর্ণা যোজনার অর্থ প্রদান শুরু, উপভোক্তাদের মুখে হাসি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে আরও এক ধাপ এগোল রাজ্যের বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণামতো বুধবার থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার অন্তর্ভুক্ত মহিলা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাসিক তিন হাজার টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।

এদিন কলকাতা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে রাজ্যব্যাপী এই প্রকল্পের অর্থ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারই অংশ হিসেবে মালদা জেলার ইংরেজবাজার ব্লকেও বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের সূচনা হয়।

ইংরেজবাজার বিডিও অফিসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অনিন্দ্য সরকার, বিডিও রামীজ রাজা শেখ, অম্লান ভাদুড়ি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজেশ পালসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে ইংরেজবাজার ব্লকের ১০ জন মহিলা উপভোক্তার হাতে অন্নপূর্ণা যোজনার অর্থপ্রাপ্তির শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। শংসাপত্র প্রদান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তিন হাজার টাকা জমা পড়ে।

প্রকল্পের প্রথম কিস্তির অর্থ পেয়ে উপভোক্তাদের মধ্যে আনন্দের আবহ দেখা যায়। তাঁরা রাজ্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি জানান, সরকার জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে মহিলাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সমস্ত যোগ্য আবেদনকারী এই সুবিধার আওতায় আসবেন।

এদিকে শিলিগুড়িতেও বহু মহিলা এদিন অন্নপূর্ণা যোজনার অর্থ পাওয়ার খবর মিলেছে। ফলে প্রকল্পটি নিয়ে যে সংশয় ও বিভ্রান্তি ছিল, তা অনেকটাই দূর হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন করে বহু মহিলা আবেদনপত্র পূরণ ও জমা দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে শুরু করেছেন।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখ ছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ ,

সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা ,

তরুন প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করা,

স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক , খবরের ঘন্টা

মমো ও খাদ্যাভ্যাসে সচেতনতার বার্তা, সুষম খাদ্যের ওপর জোর ডাঃ জয়শ্রী জানার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে শিলিগুড়িতে মমো বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খাদ্য। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মমো ময়দা দিয়ে তৈরি হওয়ায় তা দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে বলে সতর্ক করলেন শিলিগুড়ি জংশন এলাকার বিশ্বদীপ সিনেমা হলের বিপরীতে অবস্থিত উত্তরাপন মার্কেট কমপ্লেক্সের সাউন্ড হেল্থ ক্লিনিকের বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ও পুষ্টি বিশারদ ডাঃ জয়শ্রী জানা।

তিনি জানান, আটা দিয়ে তৈরি মমো তুলনামূলকভাবে স্বাস্থ্যকর হলেও অধিকাংশ মানুষ এখনও ময়দার মমোই বেশি গ্রহণ করছেন। নিয়মিত অতিরিক্ত ময়দাজাত খাবার খাওয়ার ফলে নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ডাঃ জানা আরও বলেন, উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া ও জীবনযাত্রার কারণে অনেকেই তুলনামূলক বেশি পরিমাণে প্রাণীজ প্রোটিন, যেমন মুরগির মাংস ও পাঁঠার মাংস খেয়ে থাকেন। কিন্তু খাদ্যতালিকায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ শর্করা, শাকসবজি, ফলমূল ও অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান না থাকলে সুষম খাদ্যের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এর ফলেই নানা ধরনের অসুস্থতা ও দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে।

তাঁর মতে, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য খাদ্যাভ্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। প্রাণীজ প্রোটিন গ্রহণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, খনিজ ও আঁশযুক্ত খাবারও নিয়ম মেনে খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত।

সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে ডাঃ জয়শ্রী জানা খাদ্য গ্রহণে সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান এবং সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মুদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 10 Issue 10

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)